বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

ঢাকা

নির্বাচনী এলাকাসমূহের সীমানা নির্ধারণঃ কর্মপরিকল্পনা ও সময়সূচী

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫(২) অনুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার (single territorial constituency) ভিত্তিতে ৩০০ টি আসনে নির্ধারিত আছে। যেহেতু আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট কিন্তু দেশের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধনশীল এবং জনগণের মধ্যে কতিপয় বৃহৎ শহরে স্থানান্তরের প্রবণতা অধিক, সেহেতু নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনসংখ্যার সর্বশেষ বিভাজন অনুযায়ী নির্বাচনী এলাকাসমূহের সীমানা পুনঃ নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরী।

২। সীমানা নির্ধারণ একটি স্পর্শকাতর বিষয় এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা' অধিকতর প্রযোজ্য এই কারণে যে এখানে নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হয় প্রতিটি নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক ভোটের উপর। তবে কাজটি কঠিন ও স্পর্শকাতর হলেও এটি উপেক্ষা করার কোন অবকাশ নেই। নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর এ কাজটি করা না গেলে আন্তঃআসন ভোটার সংখ্যায় ব্যাপক বৈষম্য দেখা দেয় যা সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিকাশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণে সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের ১(গ) দফা অনুযায়ী সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর। আদমশুমারী রিপোর্ট প্রকাশের পর সীমানা নির্ধারণের কাজটি সম্পন্ন করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আছে।

৩। সীমানা নির্ধারণের বাস্তব ফল হোল নির্বাচনী এলাকার আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি। এ প্রক্রিয়াতে রাজনৈতিকভাবে কেউ সাময়িক লাভবান হতে পারেন আবার কেউ ক্ষতিগ্রস্থও হতে পারেন; কোনভাবেই এই প্রক্রিয়ার ফলাফলকে সবার জন্য সমান সুবিধাজনক রাখা সম্ভব নয়। তাই কোন পদ্ধতি ও নীতির আওতায় সীমানা পুনঃ নির্ধারণের কাজটি সমাপ্ত করা হোল-তা এই প্রক্রিয়ার স্পষ্টতা, যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলাফল যতই অসুবিধাজনক হোক না কেন একটি সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং স্পষ্ট ও বোধগম্য নীতিমালার কঠোর অনুসরণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলে তাতে কারও আপত্তি হওয়ার কথা নয়।

৪। সীমানা পুনঃ নির্ধারণের কাজে কি পদ্ধতি ও নীতিমালা অনুসরণীয় তা' মোটামুটি ১৯৭৬ সালে জারীকৃত The Delimitation of Constituencies Ordinance -এ বিধৃত আছে। ঐ অধ্যাদেশে উল্লেখিত প্রধান প্রধান বিধানসমূহ এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে সকলের অবগতির জন্য পেশ করা হোল ঃ

(ক) প্রতিটি আদমশুমারী সমাপ্তির পর জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনী এলাকাসমূহের সীমানা পুনঃনির্ধারণ করতে হবে।

(খ) সীমানা পুনঃনির্ধারণ কালে জনগনের প্রশাসনিক সুবিধা/অসুবিধার কথা বিবেচনায় রাখতে হবে।

(গ) সীমানা পুনঃনির্ধারণ এমনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে যেন নির্বাচনী এলাকার অখণ্ডতা বজায় থাকে।

(ঘ) নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও তথ্যাদি পর্যালোচনা শেষে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জন্য প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্রের বর্ণনাসহ একটি প্রাথমিক তালিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করে এ বিষয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকে আপত্তি ও সুপারিশ আহ্বান করবেন।

(ঙ) উত্থাপিত আপত্তিসমূহ ও সুপারিশমালা বিবেচনা শেষে প্রাথমিক তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর কমিশন সীমানা নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকাসমূহের চূড়ান্ত তালিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করবেন।

৫। সীমানা পুনঃনির্ধারণ অধ্যাদেশে পুনঃনির্ধারণ কাজ পরিচালনার জন্য তিনটি মানদণ্ডের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ জনসংখ্যা, প্রশাসনিক সুবিধা এবং এলাকার অখন্ডতা। তবে এই মানদন্ডসমূহ সীমানা পুনঃনির্ধারণ কাজের জন্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যায়িত কিংবা সুস্পষ্ট নয়। অতীত অভিজ্ঞতা এবং সীমানা পুনঃনির্ধারণের জন্য গৃহীত নীতিমালা ও পদ্ধতির আলোকে সীমানা নির্ধারণের কাজের জন্য নিম্নে বর্ণিত কতিপয় নীতিমালা গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

* জেলার জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংসদ আসন বন্টন করতে হবে। যদি জনসংখ্যার হিসাবে সংসদীয় আসনসমূহের সমতা বজায় রাখতে হয় তবে প্রতিটি জেলায় জনসংখ্যা কোটার ভিত্তিতে সংসদীয় আসন বরাদ্দ করতে হবে। দেশের সমগ্র জনসংখ্যাকে সর্বমোট সংসদীয় আসন দ্বারা ভাগ করে জনসংখ্যার কোটা বের করা যাবে।

* কোন সংসদীয় আসনের সীমানা জেলার সীমানা অতিক্রম করবে না। সংসদীয় আসন জেলাভিত্তিক বন্টন হওয়া উচিত এবং কোনক্রমেই এক জেলায় অবস্থিত সংসদীয় আসনের এলাকা অন্য জেলায় সম্প্রসারিত হতে পারে না।

* ইউনিয়ন/ সিটি ওয়ার্ড কোনক্রমেই একাধিক সংসদীয় আসনের মধ্যে বিভাজিত করা হবেনা। বিভাজন কালে ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডসমূহকে অখন্ডিতভাবে সংসদ আসনের মধ্যে বন্টন করতে হবে যাতে প্রশাসনিক অখন্ডতা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

৬। নির্বাচনী এলাকাসমূহের সীমানা পুনঃনির্ধারণের কাজ ধাপে ধাপে অগ্রগতির পরম্পরা বজায় রেখে সম্পন্ন করতে হয়। ক্রমানুসারে ধাপগুলি এইরকম ঃ

প্রথম ধাপ ঃ পদ্ধতি নিরূপণ ও তথ্য সংগ্রহ ঃ

সীমানা পুনঃ নির্ধারণের কাজে হাত দেওয়ার পূর্বে এতদসংক্রান্ত মানদণ্ড নির্ধারণ ও প্রশাসনিক জেলাসমূহে সংসদীয় আসন বন্টনের নীতিমালা অনুমোদন করে একটি কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হবে । এই পর্যায়ে জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য ও প্রয়োজনীয় ম্যাপও সংগ্রহ করতে হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০১ সালে সম্পাদিত আদমশুমারী রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশ করেছে এবং তা' ইলেক্ট্রনিক ফর্মে পাওয়া যাচ্ছে। সংসদীয় আসনসমূহের ভৌগলিক ও প্রশাসনিক অখন্ডতা নিশ্চিতকরণের জন্য সীমানা পুনঃনির্ধারণ কাজে ম্যাপের প্রয়োজন। যদি উপজেলা, ইউনিয়ন ও সিটি ওয়ার্ডসমূহকে সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারনের মৌলিক উপাত্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং ঐগুলির অখন্ডতা নিশ্চিত করতে হয়, তবে এই সমস্ত প্রশাসনিক স্থানসমূহের সীমানা-চিহ্নিত ম্যাপ প্রয়োজন।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ জেলাসমূহে সংসদীয় আসন বরাদ্দকরণ ঃ

একটি দেশের প্রশাসনিক স্তরসমূহের মধ্যে সংসদীয় আসন বন্টনের ব্যাপারে একাধিক পদ্ধতির অনুসরণ হতে দেখা গেছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় তিনটি পদ্ধতিই জনসংখ্যা কোটা নির্ধারণপূর্বক আসন বরাদ্দের রীতি অনুসরণ করে। সমগ্র দেশের সর্বশেষ শুমারী অনুযায়ী প্রাপ্ত জনসংখ্যাকে সংসদীয় সমুদয় আসন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে তাই জনসংখ্যা কোটা। পরে প্রতিটি জেলার সমুদয় জনসংখ্যাকে জনসংখ্যা কোটা দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাবে ঐ জেলার প্রতিনিধিকারীদের ভাগফল (representational quotient) ঃ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই ভাগফল হবে একটি পূর্ণসংখ্যা এবং অবশিষ্ট ভগ্নাংশ।

উপর্যুক্ত প্রাথমিক পর্যায়ের পরই অবশিষ্ট ভগ্নাংশ কিভাবে সমন্বয় করা হবে তা' নিয়ে তিন ধরনের মতামত আছে ঃ অবশিষ্ট ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যায় রুপান্তর, অবশিষ্ট ভগ্নাংশকে মানক্রম অনুযায়ী বিন্যাস করে তদনুযায়ী যতগুলি আসন বন্টনের জন্য অবশিষ্ট আছে সেগুলি বন্টন করা অথবা জনসংখ্যা কোটাকে এমনভাবে সমন্বয় করা যেন কাঙ্খিত সংখ্যক আসন বরাদ্দ করা সমাপ্ত করা যায়।

পূর্ণ সংখ্যায় রুপান্তর পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতি দুইভাবে অনুসরণ করা যায় ঃ গানিতিক অথবা জ্যামিতিক মধ্যবর্তী অংক নির্ধারণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। দুইটি সংখ্যার মধ্যবর্তী অংক হচ্ছে গানিতিক অংক যেটির নীচের অথবা পরবর্তী উচ্চ পূর্ণ সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর করা যায়। যেমন ২ ও ৩ এর গাণিতিক মধ্যবিন্দু হচ্ছে ২.৫, ৩ ও ৪ এর ৩.৫ ইত্যাদি। এই নিয়মে .৫ অথবা তদুর্ধের অবশিষ্ট ভগ্নাংশকে পরবর্তী উচ্চতর পূর্ণ সংখ্যায় এবং এর নীচের অবশিষ্ট ভগ্নাংশকে নীচের পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর করা হয়।

জ্যামিতিক মধ্যবর্তী অংক পদ্ধতিতে ভগ্নাংশকে পূর্ণাংগ সংখ্যায় পরিণত করা হয়। দুইটি সংখ্যার জ্যামিতিক মধ্যবর্তী অংক হচ্ছে ঐ দুইটি সংখ্যার **square root** -এর ফলাফল। যেমন ১ ও ২ এর জ্যামিতিক মধ্যবর্তী অংক র

হচ্ছে ২ যার square root ১.৪১৪২। একইভাবে ২ ও ৩ এর জ্যামিতিক মধ্যবর্তী অংক ৬ এর square root ২.৪৪৯৫। যুক্তরাষ্ট্রে এই পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রতিনিধি পরিষদের আসনসমূহের সীমানা পুনঃনির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

সমন্বিত জনসংখ্যা কোটা পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে জনসংখ্যা কোটা বের করে এটির প্রয়োগে বাস্তব অবস্থা কি দাঁড়ায় তা' নিরীক্ষা করা হয়। জনসংখ্যা কোটাকে আসন বিভাজনের মানদণ্ড হিসাবে যথার্থ পাওয়া না গেলে, কোটাকে উচ্চ অথবা নিম্ন মানে সমন্বয় করে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন বরাদ্দ সম্পন্ন হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালু থাকে।

সর্বোচ্চ অবশিষ্টাংশ পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে প্রতিনিধিকারীদের ভাগফল (representational quotient) অনুযায়ী পূর্ণ সংখ্যায় প্রাপ্ত আসনসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলায় বরাদ্দ করতে হবে । তারপর অবশিষ্ট ভগ্নাংশসমূহকে বৃহত্তম থেকে ক্ষুদ্রতম মানে সাজিয়ে বৃহত্তম থেকে আসন বরাদ্দ করে হাতে থাকা অবশিষ্ট আসনগুলির বরাদ্দ সম্পন্ন করতে হবে।

উপরে বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির মধ্যে কমিশনকে যে কোন একটি পদ্ধতি বেছে নিয়ে দ্বিতীয় ধাপের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

তৃতীয় ধাপ ঃ নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ

সীমানা পুনঃ নির্ধারণের কাজ কোন নির্বাচনী এলাকার উঁচুস্তরের প্রশাসনিক ভূখন্ড থেকে শুরু হয়ে নিম্ন স্তর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। বাংলাদেশে যেহেতু এক নির্বাচনী এলাকা অন্য নির্বাচনী এলাকায় প্রসারিত হতে পারবে না সেহেতু পুনঃনির্ধারণ প্রক্রিয়া উপজেলা থেকে শুরু করে ইউনিয়ন/সিটি ওয়ার্ড পর্যন্ত প্রসারিত হবে।

সীমানা পুনঃনির্ধারণের কাজ দু'ভাবে সম্পন্ন করা যায়। সনাতন পদ্ধতিতে কিংবা কম্পিউটার ও জিআইএস পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে । যে প্রযুক্তিই ব্যবহার করা হোক না কেন, সীমানা পুনঃনির্ধারণের কাজের প্রকৃতি অপরিবর্তিত থেকে যায় । গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে প্রযুক্তির উপর কাজের পদ্ধতি ও কাজটি সম্পাদনের সময়কাল নির্ভর করে। এ কারণে সনাতন কিংবা জিআইএস কোন পদ্ধতি নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করবে এতদসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ২০০৮ সালের মধ্যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সীমানা পুনঃনির্ধারণের জন্য যখন জিআইএস সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়, তখন কোন নির্বাচনী এলাকার নূতন ভূখন্ড অন্তর্ভূক্ত করা কিংবা বিদ্যমান ভূখন্ডকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়।এধরনের সংযোজন/বিয়োজনের ফলাফল তাৎক্ষনিকভাবে কম্পিউটারের পর্দায় দৃশ্যমান হয়। কম্পিউটারনির্ভর জিআইএস

পদ্ধতিতে অত্যন্ত দ্রুত নির্ভুল ফলাফল পাওয়া সম্ভব। জিআইএস সফটওয়্যার ব্যবহারের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট ম্যাপসমূহ ইলেকট্রনিক ফর্মে পাওয়া অত্যাবশ্যকীয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে ২০০১ সালের আদমশুমারী রিপোর্ট ইলেকট্রনিক ফর্মে পাওয়া যাবে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ও সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল ও জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিষ্টেম (সিইজিআইএস) উভয়ের নিকট কম্পিউটার ম্যাপ পাওয়া যাবে মর্মে জানা গেছে। সমগ্র দেশের কয়েক স্তরের ডিজিটাইজড থানা/উপজেলা ম্যাপ তৈরী আছে, যেখানে প্রশাসনিক ইউনিটসমূহ, যথা বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও মৌজার সীমানা এবং ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যথা নদী, বন, রাস্তা, রেলপথ ইত্যাদি চিহ্নিত আছে। এছাড়াও ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের প্রাক্কালে এলজিইডি কর্তৃক সমস্ত নির্বাচনী এলাকার সীমানাসহ ম্যাপ প্রস্তুত করা আছে। সিইজিআইএস-এর কাছেও শুধু সিটি কর্পোরেশনসমূহের ওয়ার্ড সীমানাসহ ম্যাপ এবং ২০০১-এর নির্বাচনী এলাকার সীমানাসহ ম্যাপ ব্যতিরেকে এলজিইডির মত আর সবই বিদ্যমান। তবে সিইজিআইএস এই সমস্ত ম্যাপ এলজিইডি-র কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারে। এছাড়াও, প্রয়োজনবোধে নির্বাচন কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কারিগরী পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা সিইজিআইএস এর সাথে।

এলজিইডি ও সিইজিআইএস উভয়েই সরকারী কিংবা সরকারী সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠান বিধায় উভয়ে যৌথভাবে জিআইএস পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে কমিশনকে সীমানা পুনঃনির্ধারণের কাজে সহযোগিতা করতে পারে।

ধাপ চার ঃ পুনঃনির্ধারিত সীমানা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা ঃ

নির্বাচনী এলাকাসমূহের পুনঃনির্ধারণের পর প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্রের বর্ণনাসহ একটি প্রাথমিক তালিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করে এ বিষয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকে আপত্তি ও সুপারিশ আহ্বান করা হবে। তবে আপত্তি ও মতামত কমিশন কর্তৃক পুনঃনির্ধারণের জন্য প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ড ও নীতিমালার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

ধাপ পাঁচ ঃ সীমানা পুনঃনির্ধারণ চূড়ান্তকরণ ঃ

উত্থাপিত আপত্তিসমূহ ও সুপারিশমালা বিবেচনাশেষে প্রাথমিক তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ কমিশন সীমানা নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকাসমূহের চূড়ান্ত তালিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করবেন।

ধাপ ছয় ঃ পুনঃ নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকাসমূহের বাস্তবায়নঃ

৭। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর কমিশন ঐ সমস্ত এলাকার ভোটার তালিকার প্রয়োজনীয় বিভক্তির কাজ সম্পন্ন করবেন।

৮। **সীমানা পুনঃ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত ঃ**

উপরোক্ত বিষয়াদি এবং নির্বাচনী এলাকাসমূহের সীমানা পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত সাংবিধানিক দায়িত্বের প্রেক্ষিতে কমিশন নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেছে ঃ

১। কমিশন রোডম্যাপে ঘোষিত সময়সূচীর অনুসরণে নির্বাচনী এলাকাসমূহের পুনঃনির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করবে ।

২। সীমানা নির্ধারণের কাজে কমিশন প্রথম পর্যায়ে পূর্বে উল্লিখিত জনসংখ্যা কোটা নির্ধারণের পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রতিনিধিত্বকারীদের ভাগফল নির্ধারণ করবে। পরে ঐ ভিত্তিতে প্রথমে পূর্ণ সংখ্যায় প্রাপ্য আসনসমূহ সমস্ত জেলাগুলিকে বন্টন করবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ অবশিষ্টাংশ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সর্বোচ্চ অবশিষ্ট ভগ্নাংশের মানের ক্রম অনুসারে বাকী আসনগুলো বন্টন করা হবে। তবে পার্বত্য জেলাসমূহ ও ক্ষুদ্রাকার জেলাসমূহের স্বার্থ রক্ষার্থে ঐ সমস্ত জেলার জন্য যথাক্রমে ন্যূনপক্ষে ১টি ও ২ টি আসন জনসংখ্যা কোটা অনুযায়ী প্রাপ্য না হলেও বরাদ্দ করতে হবে।

৩। সীমানা পুনঃনির্ধারণের বিস্তারিত কাজ কম্পিউটারাইজড জিআইএস পদ্ধতিতে নিম্পন্ন করা হবে। এ কাজে সিইজিআইএস ও এলজিইডি উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নির্বাচন কমিশনকে কারিগরি সহায়তা ও ইহার কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করবে। ঐ প্রতিষ্ঠানদ্বয় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ সরবরাহের ব্যবস্থা করবে।

ক. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার
খ. ম্যাপ ও আদমশুমারীর তথ্যসহ কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ
গ. ব্যবহারযোগ্য জিআইএস সফটওয়ার সম্পর্কে সুপারিশ
ঘ. নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

৯। **বাস্তবায়নের সময়সূচী ঃ** ঘোষিত রোডম্যাপের সময়সূচী অনুযায়ী সীমানা পুনঃনির্ধারণের কাজ ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে শুরু হয়ে ২০০৮ সালের জুন মাসেই সমাপ্ত হওয়ার কথা। এখনও উক্ত সময়সূচী অনুযায়ীই কাজটি সম্পাদনের কর্মপরিকল্পনা নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

ডিসেম্বর ২০০৭ ঃ কর্মসূচী ও টিওআর প্রণয়ন ঃ

এই সময়ের মধ্যে কাজটি কিভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব এতদসম্পর্কিত বিভিন্ন বিকল্প পরীক্ষা করে কাজটি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, কারিগরী সহায়তা, আর্থিক সংশ্লেষ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয় বিবেচনা করে একটি সময়সূচীভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করা এবং কারিগরী সহায়তা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় টিওআর প্রস্তুত করা। এই উভয় কাজই সম্পন্ন হয়েছে।

জানুয়ারী ২০০৮ ঃ পদ্ধতি ও সেবা প্রদানকারী সংস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও জেলাসমূহে আসন বন্টন ঃ

এই মাসের মধ্যে খসড়া কর্মপরিকল্পনার আলোচিত বিভিন্ন বিকল্প বিবেচনা করে কমিশন কর্তৃক সীমানা পুনঃনির্ধারণের পদ্ধতি ও সেবা প্রদানকারী সংস্থা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী কাজ চলছে। জেলাসমূহে আসন বন্টনের কাজটি প্রক্রিয়াধীন আছে এবং কিছু দিনের মধ্যেই 'তা' চূড়ান্ত করা হবে।

ফেব্রুয়ারী ২০০৮ ঃ জিআইএস পদ্ধতি উন্নয়ন ও স্থাপন ঃ

জিআইএস হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার সংগ্রহ, ওয়ার্কষ্টেশন স্থাপন এবং সফটওয়ার ও ডাটাবেজ কম্পিউটারে স্থাপন। সাথে সাথে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের এতদসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান

মার্চ ২০০৮ ঃ সীমানা পুনঃনির্ধারণ কাজ শুরু ও খসড়া প্রস্তুতকরণ ঃ

সংশ্লিষ্ট ম্যাপে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সহযোগে এবং এতদসংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে কম্পিউটারের সাহায্যে নির্বাচনী এলাকাসমূহের সীমানা নির্ধারণের কাজ শুরু এবং ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর খসড়া প্রস্তুতকরণ

এপ্রিল -মে ২০০৮ ঃ সংশ্লিষ্টদের সাথে খসড়ার উপর মতবিনিময় ঃ

প্রস্তাবিত সীমানার উপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আপত্তি গ্রহণ ও শুনানী

জুন ঃ ২০০৮ ঃ খসড়া রিপোর্ট চূড়ান্তকরণ ও প্রকাশ ঃ

সংশ্লিষ্টদের সাথে পরামর্শের পর প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন শেষে কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়ন ও তা' সর্বসাধারণের অবগতির জন্য গেজেটে প্রকাশ

উপরের সময়সূচীর সারসংক্ষেপ নিম্নোক্ত ছকে দেখা যেতে পারে ঃ

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত কাজ	ডিসেম্বর ২০০৭	জানুয়ারী ২০০৮	ফেব্রুয়ারী ২০০৮	মার্চ ২০০৮	এপ্রিল ২০০৮	মে ২০০৮	জুন ২০০৮
১	নির্বাচনী এলাকা সমূহের সীমানা পূনঃনির্ধারন							
২	কর্মসূচী ও টিওআর							
৩	পদ্ধতি ও সেবা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন ও জেলাভিত্তিক আসন বন্টন							
৪	জিআইএস পদ্ধতি উন্নয়ন ও স্থাপন							
৫	সীমানা পূনঃনির্ধারন কাজ শুরু ও খসড়া প্রস্তুতকরন							
৬	খসড়া প্রকাশ ও সংশ্লিষ্টদের সাথে মতবিনিময়							
৭	খসড়া চুড়ান্তকরন ও গেজেট প্রকাশ							